এসএসসি বৃত্তিতে মেহেরপুরে সেরা সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ

২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে যশোর শিক্ষা বোর্ডের বৃত্তির ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে মেহেরপুর জেলায় সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়েছে গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ। প্রতিষ্ঠানটি থেকে ২৩ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি লাভ করেছে।

জেলায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে মেহেরপুর সদরের জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

সোমবার যশোর শিক্ষা বোর্ডের সচিব প্রফেসর ড. আব্দুল মতিন স্বাক্ষরিত বৃত্তির ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

বোর্ডের জেলাভিত্তিক ফলাফলে প্রথম স্থানে রয়েছে খুলনা জেলা। এ জেলার ৫৪৪ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়েছে। এর মধ্যে ১১৬ জন ট্যালেন্টপুলে এবং ৪২৮ জন সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা যশোর জেলায় ৭৯ জন ট্যালেন্টপুলে ও ৩৮৬ জন সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে। এ জেলায় মোট বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৬৫ জন। তৃতীয় স্থানে রয়েছে কুষ্টিয়া জেলা। এ জেলার ২৭ জন ট্যালেন্টপুলে এবং ৩১৪ জন সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে। মোট বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৪১ জন।

এ ছাড়া চতুর্থ স্থানে ঝিনাইদহ, পঞ্চম স্থানে সাতক্ষীরা, ষষ্ঠ স্থানে চুয়াডাঙ্গা, সপ্তম স্থানে বাগেরহাট, অষ্টম স্থানে নড়াইল, নবম স্থানে মাগুরা এবং দশম স্থানে রয়েছে মেহেরপুর জেলা। মেহেরপুরে ৪ জন শিক্ষার্থী ট্যালেন্টপুলে এবং ৯৬ জন সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে। যশোর শিক্ষা বোর্ডে ২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় মোট ২ হাজার ১৫১ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়েছে। এর মধ্যে ২৯৮ জন ট্যালেন্টপুলে এবং ১ হাজার ৮৫৩ জন সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে।

মেহেরপুর জেলার প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ২৩ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি

মেহেরপুরে মাছবোঝাই গাড়ি উল্টে আহত ২

মেহেরপুরে মাছবোঝাই আলগামন উল্টে উজ্জ্বল ও ইমরান হোসেন নামে দুজন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) সকালে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো অফিসের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত উজ্জ্বল ঝিনাইদহ জেলার মোহাম্মদপুর গ্রামের আসু হালদারের ছেলে এবং ইমরান হোসেন চুয়াডাঙ্গার তেঘরিয়া গ্রামের মনিরুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা থেকে ড্রামে করে মাছ নিয়ে একটি আলগামনে করে মেহেরপুরে আসছিলেন তাঁরা। পথে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ অফিসের কাছে পৌঁছালে গাড়িটির একটি চাকা ফেটে যায়। এতে চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে আলগামনটি রাস্তার পাশে উল্টে যায়। এ সময় চালকসহ দুজন আহত হন।

দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা ড্রাম থেকে বিপুল পরিমাণ মাছ রাস্তার পাশে ছড়িয়ে পড়ে।

খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত দুজনকে উদ্ধার করেন। পরে তাঁদের মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়।

মেহেরপুরে খেলনা পিস্তল দেখিয়ে ভয়, অনলাইন জুয়ার তথ্য পেয়ে গ্রেপ্তার ২

মেহেরপুরের বারাদী বাজারে আড্ডায় কথা-কাটাকাটির জেরে খেলনা পিস্তল বের করে ভয় দেখানোর পর স্থানীয়দের ঘেরাওয়ে আটক হন দুই

যুবক।

পরবর্তীতে পুলিশি অভিযানে তাদের মোবাইল ফোন পরীক্ষা করে অনলাইন জুয়া পরিচালনার চাঞ্চল্যকর তথ্য মিলেছে। এ ঘটনায় ওই দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে।

এ সময় তাদের কাছ থেকে দুটি আইফোনসহ পাঁচটি ডিভাইস ও একটি মাল্টি-কারেন্সি ডেবিট কার্ড জব্দ করা হয়।

সোমবার (২৬ অক্টোবর) সন্ধ্যায় জুয়া প্রতিরোধ আইনে মামলা দায়েরের পর তাদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

গ্রেপ্তার দুজন হলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার নতুন দরবেশপুর গ্রামের মো. আবু সাইদের ছেলে সাব্বির আহমেদ (২২) এবং পিরোজপুর গ্রামের মো. মোস্তফা কামালের ছেলে মো. মাফুজুর রহমান ওরফে শিপন (২৬)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রোববার (২৫ অক্টোবর) রাত ৯টার দিকে বারাদী বাজারে আড্ডা দেওয়ার সময় কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে ওই দুই যুবক একটি খেলনা পিস্তল বের করে প্রতিপক্ষকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেন। এতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে স্থানীয় লোকজন তাদের ঘেরাও করে বারাদী পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অস্ত্রটি উদ্ধার করে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে সেটিকে আসল নয়, বরং একটি খেলনা পিস্তল বলে নিশ্চিত হয়।

ঘটনার খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা ও জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা ঘটনাস্থলে যান। বারাদী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক মহাসড়কের পাশে জান্নাত এন্টারপ্রাইজের সামনে থেকে ওই দুই যুবকের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন তল্লাশি করে অনলাইন জুয়া পরিচালনার সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পায় পুলিশ।

ডিবি পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তারের সময় তাদের কাছ থেকে চারটি স্মার্টফোন ও একটি ব্যাংক কার্ড জব্দ করা হয়। ফোনগুলোর মধ্যে রয়েছে দুটি আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স, একটি সাদা রঙের অপো এ১৫এস এবং একটি গ্লোয়িং গ্রিন রঙের অপো এ৫৭। এ ছাড়া ডাচ-বাংলা ব্যাংকের একটি মাল্টি-কারেন্সি ভিসা ডেবিট কার্ড জব্দ করা হয়। জব্দ করা ৫টি স্মার্টফোনের ফরেনসিক পরীক্ষা করে অনলাইন জুয়ার সাইট পরিচালনার সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে নিশ্চিত হয় গোয়েন্দা পুলিশ।

পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, জব্দ করা রুপালি ও কমলা রঙের আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্সের প্রতিটির আনুমানিক মূল্য দুই লাখ টাকা। এ ছাড়া সাদা রঙের অপো এ১৫এস-এর মূল্য প্রায় ১৩ হাজার টাকা এবং গ্লোয়িং গ্রিন রঙের অপো এ৫৭-এর মূল্য প্রায় ১৭ হাজার টাকা। সে হিসাবে ডিভাইসগুলোর আনুমানিক মোট মূল্য চার লাখ ৩০ হাজার টাকা।

সোমবার বিকেলে এ ঘটনায় ওই দুই যুবকের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় জুয়া প্রতিরোধ আইনে মামলা দায়ের করা হয়। পরে তাদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) প্রদীপ কুমার সানা বলেন, খেলনা পিস্তল দিয়ে ভয় দেখানোর ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পরে দুই যুবকের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন পরীক্ষা করে অনলাইন জুয়ার সাইট পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়।

তিনি আরও বলেন, পরবর্তী সময়ে জুয়া প্রতিরোধ আইনে মামলা দিয়ে তাদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। অনলাইন জুয়ার কার্যক্রমের সঙ্গে তাদের পাশাপাশি অন্য কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস, পরীক্ষা স্থগিত

চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ২০২৭ সালের এসএসসি নির্বাচনি (টেস্ট) পরীক্ষার বাংলা প্রথমপত্রের প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে।

এ ঘটনায় সোমবার (২৬ অক্টোবর) নির্ধারিত বাংলা পরীক্ষা স্থগিত করেছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

অভিযোগ উঠেছে, জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনের একটি ফটোকপির

দোকান থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকার বিনিময়ে প্রশ্নপত্রটি বিক্রি করা হয়েছে। তবে এ ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ঘটনার সত্যতা উদ্ঘাটনে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) এ.বি.এম. খালিদ হোসেন সিদ্দিকীকে প্রধান করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত রবিবার রাতে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনের একটি দোকান থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটে। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর সোমবার সকালে পরীক্ষা স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। খবর পেয়ে সহকারী কমিশনার মির্জা শহিদুল ইসলাম ওই দোকানে অভিযান চালান।

এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক ও বিদ্যালয়ের সভাপতি লুৎফুন নাহার বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শন শেষে তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলোচনা সভা করে পরীক্ষা কমিটির সব সদস্যকে শোকজ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ রেজাউল করিম জানান, স্থগিত হওয়া বাংলা পরীক্ষাটি আগামী শনিবার অনুষ্ঠিত হবে। তিনি আরও বলেন, ‘ঘটনার সঙ্গে কোনো শিক্ষক জড়িত থাকলে তাঁর বিরুদ্ধেও আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার বলেন, ‘প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিন সদস্যের তদন্ত কমিটিকে আগামী তিন কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।’

দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিএনপির

সমাবেশ ও মিছিল

দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র ও সরকারকে ব্যর্থ করে দেওয়ার তৎপরতার প্রতিবাদে মেহেরপুরে সমাবেশ ও মিছিল করেছে বিএনপি। আজ রোববার (২৫ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে পুলিশ সুপারের বাসভবনের সামনে থেকে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্ক প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়।

এর আগে কোর্ট চত্বরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন। এ ছাড়া বক্তব্য দেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

এ সময় বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে অনলাইন হয়রানি প্রতিরোধে অ্যাডভোকেসি ডায়ালগ

অনলাইন হয়রানি প্রতিরোধ, ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও জেন্ডারভিত্তিক প্রচলিত ধারণা পরিবর্তনের লক্ষ্যে মেহেরপুরে ‘সমতায় তারুণ্য’ প্রকল্পের আওতায় অ্যাডভোকেসি ডায়ালগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (২৫ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত শহরের বাঙালিয়ানা ভোজ রেস্টুরেন্টে হিউম্যান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের আয়োজনে এ সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।

সংলাপে কিশোর-কিশোরীদের অনলাইন নিরাপত্তা, জেন্ডার স্টেরিওটাইপ, ব্যক্তিগত মর্যাদা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং

হয়রানির শিকার হলে করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি অনলাইন ও ব্যক্তিগত জীবনে কোনো সমস্যার মুখোমুখি হলে নীরব না থেকে বিশ্বস্ত অভিভাবক বা দায়িত্বশীল ব্যক্তির সহায়তা নেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

নিরাপদ ও সমতাভিত্তিক পরিবেশ গড়ে তুলতে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত ভূমিকার বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন হিউম্যান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ মাহফুজুর রহমান।

এ সময় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল আমিন ধূমকেতু, মহিলা অধিদপ্তরের উপপরিচালক নাসিমা খাতুন, শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা মো. সোহেল মাহমুদ, সহকারী অধ্যাপক এস এম রফিকুল আলম বকুল, শিক্ষক খন্দকার মুইজ উদ্দিন, সাংবাদিক মেহের আমজাদ, হেল্প ফাউন্ডেশনের পরিচালক দিলারা জাহান এবং উদ্যোক্তা শারমিনা পারভীন ও সাদিকুন নেসা।

এ ছাড়া ইয়ুথ অ্যাক্টিভিস্ট তানজিমুল ইসলাম, রাজিয়া খাতুন, মো. গালিব, সাব্বির হোসেন, শিহাব হাসান, মোছা. টুম্পা, ইসরাক ও শিশিরসহ বিভিন্ন পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীরা উপস্থিত ছিলেন।

আয়োজকদের প্রত্যাশা, এ ধরনের সংলাপ স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, বৈষম্যমূলক ধারণা পরিবর্তন এবং কিশোর-কিশোরীদের জন্য নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে সহায়তা করবে।

গাংনীতে মোটরের সুইচ চালু করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাকে ২ লাখ টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে।

রোববার (২৫ অক্টোবর) দুপুরে মেহেরপুর শিশু ও নারী নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক ও জেলা ও দায়রা জজ মো. তাজুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত মোশারফ হোসেন শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন পাড়ার নুরন্নেছার ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০২৫ সালের ৮ এপ্রিল দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির এক ছাত্রী নিজ বাড়িতে কাজ করছিল। এ সময় মোশারফ হোসেন ওই বাড়িতে প্রবেশ করে এবং ছাত্রীকে একা পেয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে বলে মামলায় অভিযোগ করা হয়।

পরে সন্ধ্যায় ঘরে একটি মোবাইল ফোনের রিংটোন শুনে ছাত্রীর মা আনোয়ারা খাতুন ফোনটি উদ্ধার করেন। কিছুক্ষণ পর মোশারফ এসে ফোনটি নিজের দাবি করে নিয়ে যায়। এরপর মেয়ের বারবার বাথরুমে যাওয়া-আসা দেখে সন্দেহ হলে মা তাকে জিজ্ঞাসা করেন। তখন ছাত্রী তার সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা জানায়। পরে তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এ ঘটনায় ছাত্রীর মা আনোয়ারা খাতুন বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর ৯(১) ধারায় মামলা করেন। মামলাটির নম্বর জিআর ১১২/২০২৫ এবং শিশু নির্যাতন মামলা নম্বর ২৬/২০২৬।

তদন্ত শেষে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। বিচার চলাকালে মোট ১২ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, দুই লাখ টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ড দেন।

রাষ্ট্রপক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন পাবলিক প্রসিকিউটর পারভীন সুলতানা। আসামিপক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

□□□□□□□□□□ □□□□.....